Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 57:58 min.
ID: IDI_AMR201_HH_R_ 21 May 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Male	47	Class-IV	HDM	30,000 BDT	8 Month-Female	95 Y-Male,75 Y-Female	Bangali	Total=7;Child (Grandson),Husband (Res.),Wife, Father, Mother, Son and daughter-in-law

প্রশ্নর্কতা: আসসালামুলাইকুম, আমি ..... । ঢাকা মহাখালী কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি। তো ভাল আছেন ভাইজান ?

উত্তরদাতা: আলহামদুল্লিলাহ্।

প্রশ্নর্কতা: আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করছি এবং এই গবেষনার মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করছি-মানুষ এবং বাসাবাড়িতে যে সমস্ত পশু পাখি পালে তারা অসুস্থ হয় কিনা ? এবং তারা অসুস্থ হলে, কোথায় যান পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য এবং অসুস্থতার জন্য আপনারা কি ধরনের ঔষধ ক্রয় করেন; গবাদি পশুর জন্য এবং এন্টিবায়োটিক কিনার পর সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করেন? সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। তো এই গবেষনা থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য পাব তা জনগনকে জানানোর জন্য, তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এবং ভবিষ্যতে এন্টিবায়োটিকের যথাযথ এবং নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এটা ব্যবহার করা হবে; গবেষনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল। আর আপনাকে তো আমি আগেই বলছি (হালিম ভাইকে) আমরা আপনার এই তথ্যগুলি সম্পূর্ণ গোপনীয়ভাবে সংরক্ষরন করবো। এটা শুধুমাত্র গবেষনার কাজে ব্যবহার করা হবে; অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হবে না। তো প্রথমে যদি একটু বলেন, ভাইজানের পুরা নামটা কি?

উত্তরদাতা: আমার পুরা নামটা -----।

প্রশ্নর্কতা: তো ভাই এখন কোন পেশায় নিয়োজিত আছেন ? কি কাজ করেন ?

উত্তরদাতা: এইতো কয়েকটা গরু, গাভী পালি। এই নিয়ে সময় কাটাই।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনাদের পরিবারে কতজন লোক বসবাস করে বর্তমানে ?

উত্তরদাতা: সাত জন।

প্রশ্নর্কতা: কারা কারা তারা ?

উত্তরদাতা: ছেলে, মেয়ে, নাতিন। এইতো সাত জন।

প্রশ্নর্কতা: ছেলে, মেয়ে। মানে আপনি, আপনার স্ত্রী-- ?

উত্তরদাতা: ছেলে আছে, মেয়ে আছে, ছেলের বউ আছে, নাতিন আছে।

প্রশ্নর্কতা: এই যে টোটাল সাত জন ? আচ্ছা। মানে, এখানে কি মাঝে মধ্যে অন্য কেউ আসে? এই যে সাত জন, এরা ছাড়া আর কেউ বেড়াতে আসে?

উত্তরদাতা: অবশ্যই। মেহমান আসে। আত্মীয়রা আসে।

প্রশ্নর্কতা: কারা আসে ?

উত্তরদাতা: আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন আসে, এমনি বন্ধু-বান্ধব এরা আসে, ছেলের শ্বশুর বাড়ির থোনে আসে।

প্রশ্নর্কতা: মানে এরা বেড়াতে আসে। আত্মীয় স্বজন এরা। আপনার কি কি ধরনের প্রানী বা গবাদি পশু আছে ? যেমন বললেন যে, গরু আছে। এ ছাড়া, আর কিছু কি আছে?

উত্তরদাতা: না, এ ছাড়া হাঁস, মুরগী এগুলি পালি না।

প্রশ্নর্কতা: কতগুলি গরু আছে বললেন ?

উত্তরদাতা: ১৬টা গরু আছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে, এগুলাকে কে দেখাশুনা করে ?

উত্তরদাতা: এগুলাকে আমি এবং আমার ওয়াফ এই দুইজনই দেখাশুনা করি। তবে, একটা লোক রাখা লাগবো। একটু কয়েকদিন পরে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: আমরা যদি আপনার পরিবারের আয়ের কথা একটু চিন্তা করি; আপনার মাসিক আয় কত হ.... ভাই ? আমরা যদি একটু বুঝার চেষ্টা করি।

উত্তরদাতা: একচুয়ালি মাসিক আয় এটাতো হিসাব করা যাইবো না। দেখা যাচ্ছে যে, এই গরু কিনি বেচি। কোন মাসে ৩০ হাজার, কোন মাসে ৪০ হাজার, কোন মাসে ২০ হাজার। এই প্লাস মাইনাস ৩০ হাজার টাকা হয়তো এভারেজ থাকে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: আমরা যদি গত দুইমাসের কথা চিন্তা করি; যে গত দুই মাসে আপনার কত টাকা বা গড়ে কত টাকা আয় হইছে মাসে ?

উত্তরদাতা: এইডা, একচুয়ালি দুই মাসেরটা হিসাব কইরা বাইর করন যাইবো না।

প্রশ্নর্কতা: দুই মাস না, এক মাসে ?

উত্তরদাতা: একমাসে ঐ যে দেখলেন যে, এভারেজে আমার ২০--২৫--৩০ হাজার টাকা আমার ইনকাম আছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে আমরা কি ২৫--৩০ হাজার ধরবো; নাকি ৩০--৪০ হাজার টাকা ধরবো ? কোনটা--

উত্তরদাতা: ধরেন, ২৫--৩০ হাজার টাকা ধরেন এভারেজ।

প্রশ্নর্কতা: আপনার বাড়ি আমরা যেটা দেখলাম; এটা হচ্ছে যে, নিচে পাকা, উপরে টিন, চারেদিকে টিন ? আমরা এটাকে কি বাড়ি বলতে পারি ?

উত্তরদাতা: আমরা দোয়াটা পাকা করছি; টিনের ঘর দিয়া। এইতো কোন মতে সময় কাটায় এটার মধ্যে। মানুষতো ব্লিডিং, ব্লোডিং করে। আমরাতো পারি না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো মানে আমরা এটাকে কি সেমি পাকা বাড়ি বলতে পারি ? টিন আর উপরে টিন আর নিচে হচ্ছে পাকা। সেমি পাকা।

উত্তরদাতা: হা।

প্রশ্নর্কতা: আপনার যদি আমরা মালিকানা বলি বা সম্পত্তি বলি; মানে পৈত্রিক সূত্রে জায়গা জমি এবং আর কিছু যেমন গরু পালেন এবং ডুকেই এইটা (ভিটি জমি); এইটা ছাড়া আর কিছু কি আছে ?

উত্তরদাতা: এমনি নামা জমি ধানের জমি আছে হালকা।

প্রশ্নর্কতা: কত গুলির মত আছে ধানের জমি ?

উত্তরদাতা: অল্প। পাখি দুই তিন একর আছে।

প্রশ্নর্কতা: দুই তিন একর ?

উত্তরদাতা: এই এক দেড় একর। একরতো বলি ১০০ শতাংশে। এই এক দেড় একর এর মত।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে। আপনার পরিবারের সদস্য সে সাতজন বললেন, সবাই কি এখন সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা: হে সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা: মানে এমন পরিবারে কেউ আছে, যিনি প্রায় সময় অসুস্থ হয়ে থাকেন ?

উত্তরদাতা: অসুস্থ বলতে আমার মা যে, উনার একটু সমস্যা। উনি মাঝে মধ্যে পায়ের তলি যে আছে; ওখানে মাঝে মধ্যে কান্নাকাটি করে জ্বলে। খুব জ্বালাপোড়া করে। ওটার জন্য ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার ঔষধ দেয়। ও খাইলে কোন রকম হয়তো একটু নরমাল হয়। এভাবে কাটাইতাছি আরকি। শেষ করতে পারতাছি না চিকিৎসা কইরা।

প্রশ্নর্কতা: এইটা কি সমস্যা ?

উত্তরদাতা: এটা সমস্যা মানে আমার আম্মা বলে যে, শুধু জ্বলে আমার পা। মানে মরিচ বাইটা হাত দিলে যেমন জ্বলে, সে রকম জ্বলে।

(৫ মিনিটি ৬ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: মানে কি জন্য হচেছ বা কি ?

উত্তরদাতা: এইটা কোন ডাক্তার ধরতে পারে না।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় দেখাইছেন ডাক্তার ?

উত্তরদাতা: ডাক্তার পাশের শহরে দেখাইছি, পাশের শহরের হাসপাতালে দেখাইছি, এমনি প্রাইভেটেও দেখাইছি। আমার নিজ গ্রামের বাজারের হাসপাতাল আছে, এইখানে ও দেখাইছি। হেরা কয় এইডা কি ঐ; কি জানি বলে হেরা। মানে কারেক্ট চিকিৎসা দিতে পারে না। ধরতেই পারে না।

প্রশ্নর্কতা: কি জন্য সমস্যাটা হচ্ছে বা রোগটা নাম কি ? এ বিষয়ে তারা কি কিছু বলে?

উত্তরদাতা: না রোগটার নাম এরা বলতে পারে না।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি একটু উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য কোথাও কি গেছেন বা দেখাইছেন ?

উত্তরদাতা: এইটার জন্য হয়ত প্লান করছি, রাজধানীতে নিয়ে যাব। আমার বন্ধু পরিচিত; তার ক্লিনিক আছে। মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। উনি এটার ব্যাপারে নিয়ে যাইয়ে আলাপ করে দেখুমনে।

প্রশ্নর্কতা: উনার বয়স কত ?

উত্তরদাতা: মায়ের বয়স কত ৭০ এর উপরে। ৭০-৭৫ বছর।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার বাবাতো আছে বললেন। উনার বয়স কত ?

উত্তরদাতা: বাবা বয়স ৯৫ বছর।

প্রশ্নর্কতা: আর মায়ের বয়স বলতাছেন ?

উত্তরদাতা:। ৭০-৭৫ বছর।

প্রশ্নর্কতা: আমরা যদি ধরি, কত ধরবো?

উত্তরদাতা: ৭৫ বছর।

প্রশ্নর্কতা: বেশ বয়স হইছে। কিন্তু অনেকদিন কষ্ট পাচ্ছে ? দোয়া করি আল্লাহ্ ভাল করুক। তো পরিবারে যখন কেউ অসুস্থ হয়; আসলে কে তাকে দেখাশুনা করে হালিম ভাই ?

উত্তরদাতা: দেখাশুনা, পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে, দেখাশুনা মনে করেন আমাকে করতে হবে। এর মধ্যে সমস্যা হইলে দেখাশুনা মনে করেন আমাকে করতে হবে। আমিই করি।

প্রশ্নর্কতা: আর কেউ কি করে ?

উত্তরদাতা: না আমারটা আমিই করি বা দেখা যাচেছ যে, এখানে দুই ভাই থাকি আমরা। ছোট ভাই নাই। ভাইস্তা, ভাইস্তি এদের কোন সমস্যা হইলো এইডা ও আমার দেখাশুনা করতে হইবো। হেই উপস্থিত না থাকলে।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার পরিবারে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায়? মানে সাত জন যারা আছে বললেন, এদের কে দেখভাল করে ? অসুস্থ যদি কেউ হয়ে যায় ?

উত্তরদাতা: আমি।

প্রশ্নর্কতা: আপনার সাথে সাথে আর কেউ কি করে ?

উত্তরদাতা: আমার ছেলে আছে। ছেলে যদি জানে যে আমি উপস্থিত নাই। ছেলে করে। বড় ছেলে।

প্রশ্নর্কতা: আপনার স্ত্রী বা অন্য কেউ ? উনারা কি দেখাশুনা করে ?

উত্তরদাতা: অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে আপনি, আপনার স্ত্রী আর আপনার ছেলে। এই ৩ জন দেখাশুনা করেন ? সাধারনত বেশিরভাগ সময় কে দেখাশুনা করে?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ সময় ছেলেই বাড়িতে আছিল। লেখাপড়া করছে। বাড়ির দেখাশুনা হেই করছে। এখন আমি বাড়িতে আসার পর ছেলে আবার চাকুরী করতেছে।

প্রশ্নর্কতা: আপনি এর আগে কোথায় ছিলেন ?

উত্তরদাতা: দেশের বাইরে ছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় ছিলেন ?

উত্তরদাতা: সিঙ্গাপুর।

প্রশ্নর্কতা: কত বছর ছিলেন ?

উত্তরদাতা: প্রায় ২০-২২ বছর মত।

প্রশ্নর্কতা: হে আল্লাহ্। অনেক সময়। আচ্ছা। আচ্ছা। এরপর এখানে আসছেন আজকে কতদিন হলো দেশে?

উত্তরদাতা: তিন মাস। সাড়ে তিন মাস।

প্রশ্নর্কতা: এখন কি আবার চলে যাবেন ? নাকি দেশে থাকবেন ?

উত্তরদাতা: না চলে যাব না। এখনতো বয়স হয়ে গেছে গা।

প্রশ্নর্কতা: মানে একবারে চলে আসছেন ?

উত্তরদাতা: একবারে চলে আসছি।

প্রশ্নর্কতা: পরিবারের দেখাশুনা, আপনি করেন, আপনার ছেলে করে আর আপনার স্ত্রী করে। আচ্ছা, কেউ কি এই মুহুতে অসুস্থ আছে? বিশেষ করে ডাইরিয়া, শ্বাসকষ্ট বা অন্য যে কোন ধরনের অসুস্থতা ? যেমন আপনার মা একটা তো বললেন। এ ছাড়া আর কেউ কি অসুস্থ আছে কিনা ?

উত্তরদাতা: কেউ অসুস্থ নাই। ধরেন বলেছিলাম, আমার বাবারতো বয়স হয়ে গেছে ৯৫। উনার কোন কোন সময় দেখা যায় যে, গরম এর থোনে একটু শ্বাসকষ্ট সমস্যা হয় বা ঠান্ডার থোনে হয়। এ গুলা ঐ যে ইয়া ব্যবহার করে। কি কয় ইনহেলার। এটা ব্যবহার করে। আর একটা সমস্যা আছে। এটার জন্য রাজধানীতে কয়েকবার নিয়ে গেছি। এটা ডাক্তাররা সামাধান দিতে পারে না। এটা হলো আমার আব্বার পিত্ত থলিতে পাথর। ডাক্তাররা অনেকবার এখানে নিয়ে গেছি। এপোলোতে নিয়ে গেছি। পপুলারে নিয়ে গেছি। ডাক্তাররা

এটার অপারেশন করার সাহস পায় না। যে উনার অনেক বয়স হয়ে গেছে: এখন এই মেডিসিন দিয়া এগুলিরে দমন রাইখা যে কয়দিন বাঁচে এভাবে বাঁচান। যেহেতু শ্বাসকষ্ট আছে; উনার অপারেশন করাটা ঠিক না। এই জন্য তারা বোর্ড বসাইয়া সিদ্ধান্ত নিছে।

প্রশ্নর্কতা: এই যে শ্বাসকষ্ট এইটা কতদিন ধরে উনি ভুগতাছেন ?

উত্তরদাতা: অনেকদিন।

প্রশ্নর্কতা: কতদিন হবে যদি একটু চিন্তা করি ?

উত্তরদাতা: আমি এইটা সঠিক বলতে পারুম না।

প্রশ্নর্কতা: জাস্ট একটা ধারনা ?

উত্তরদাতা: প্রায় ধরেন ২০-২৫ বছর।

প্রশ্নর্কতা: আজকে ২৫ বছর ধরে উনি কষ্ঠ পাচ্ছেন-শ্বাসকষ্ঠ ?

উত্তরদাতা: ঐ ঠান্ডা যখন লাগে, ঠান্ডা থ্যাইকা সমস্যা হয়। আবার, গরম থ্যাইকা একটু সমস্যা হয়। এমনে ভাল।

প্রশ্নর্কতা: ট্রিটমেন্ট কোথায় করতাছেন উনার ?

উত্তরদাতা: রাজধানীতে ।

প্রশ্নর্কতা: এখন কি অবস্থা উনার ?

উত্তরদাতা: এখন নরমাল। চলতাছে।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি মাঝে মধ্যে হয় ?

উত্তরদাতা: মাঝে মধ্যে।

প্রশ্নর্কতা: কত দিন পর পর হয় এটা ?

উত্তরদাতা: এটা ধরেন ঠান্ডাটা বেশি লাগে তখনই। যেমন গতকাল একদিন গেছে প্রচন্ড গরম। একটু বাড়ে। আবার ধরেন আজকে নাই।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে ধরেন আমরা যদি একটু চিন্তা করি মাসে কি দুইবার একবার হয়; নাকি আর ও বেশি হয় ?

উত্তরদাতা: মাসে ধরেন দুইবার হয়। কোন মাসে হয় না।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন কি ভাল আছেন উনি?

(১০ মিনিটি ১৮ সেকেন্ড)

উত্তরদাতা: হে ভাল। উনার একটা মেইন সমস্যা হলো যে, পিত্ত থলিতে যে পাথর হইছে; অনেকগুলি পাথর। যে এক্সরে করলে দেখা যায়। অনেকগুলি পাথর। ধরেন, ঐ পাথরগুলি যখন বির বির করে কামরায় না; তখন উনি কান্ত হয়ে যায়। ঐ পাথরটা আপনার পপুলার, এপোলোতে নেয়া হইছে, চিকিৎসা করা হইছে। এরা অপারেশন করবার সাহস পায় না। জাস্ট অপারেশন আর করি নাই।

পরামর্শ করি উনি যে কয়দিন বাঁচে। আমাগো কাজ হল অসুস্থ মানুষ সুস্থ করা। সুস্থ মানুষ মাইরা ফেলানো এইডা আমাগো কাজ না। এইডা ডাক্তাররা ডিসিশন নিছিল আমাদের অপারেশন করার দরকার নাই। আল্লাহ্ যে কয়দিন বাঁচায়, এভাবেই বাঁচায়বো।

প্রশ্নর্কতা: মানে উনার যে পাথর হইছে উটার জন্য উনি কষ্ট পাচ্ছে। সাথে সাথে উনার শ্বাস কষ্ট আছে ?

উত্তরদাতা: উটার জন্য উনার বেশি বিরক্ত করে।

প্রশ্নর্কতা: মানে কোনটা বেশি বিরক্ত করে ?

উত্তরদাতা: ঐ যে পাথরটা।

প্রশ্নর্কতা: আর শ্বাসকষ্টটা ?

উত্তরদাতা: শ্বাসকষ্টটা, সাম টাইম। মাসে একবার দুইবার দেখা যাচ্ছে যে, গরম এর থনে প্লাস ঠান্ডার থনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি মনে করতে পারেন, সর্বশেষ দৈনদিন কাজে সময় কেউ কি অসুস্থ হয়েছিল ? মানে যার কথা বললেন আপনার বাবা উনি ছাড়া আর কেউ অসুস্থ হয়েছিল। মানে ঘরের মধ্যে বা অন্য কোথাও কাজ করতে গিয়ে কেউ কি অসুস্থ হয়েছিল?

উত্তরদাতা: হো হো। আর অসুস্থ হয়নি।

প্রশ্নর্কতা: মানে প্রতিদিনতো আমরা বিভিন্ন কাজ করি। এই কাজ করতে গিয়ে পরিবারের আর কি কেউ অসুস্থ হয়েছিল, মানে আপনার বাবা ছাড়া ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো মানে এখন কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় (নাম) ভাই, তারা ডাক্তার দেখানোর জন্য কোথায় যান ?

উত্তরদাতা: কাছে বাজার আছে। বাজারে ডাক্তারের কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় যান ? এটা কোন বাজার ?

উত্তরদাতা: অংশগ্রহণকারীর নিজগ্রামের বাজার।

প্রশ্নর্কতা: এই যে নিজগ্রামের বাজার। আমরা যে আসলাম পথে পড়লো এইটা ?

উত্তরদাতা: হে হে এইটাই নিজগ্রামের বাজার ।

প্রশ্নর্কতা: ওখানে কার কাছে যান ?

উত্তরদাতা: ওখানে ডাক্তার আছে। আমার এখানে কোন বড় ডাক্তার, কোন ডিগ্রি আলা ডাক্তার নাই। নরমাল ডাক্তার। এদের কাছে গিয়া ঔষধ নাম ধরে চাই। যে ঔষধ আছে। যাই বা এরার ঔষধের কি সিনড্রোম।

প্রশ্নর্কতা: কোন ঔষধের দোকানটা বা ফামের্সীতে বেশি যান আপনি ?

উত্তরদাতা: এইটা যাই আপনার, এইতো কোন নাম্বার দেয়া নাই। শুধু ডাক্তারের নাম আছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে ফামের্সী যে ঔষধ বিক্রি করে তার নাম নাই ? মানে আছে না যে এই এই। একটা নাম থাকে।

উত্তরদাতা: না। নাম নাই।

প্রশ্নর্কতা: সাইনবোর্ড ?

উত্তরদাতা: সাইনবোর্ড নাই।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ দোকান ঐ ডাক্তারের নামেই চলে ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: ঐটা কোন ডাক্তার ?

উত্তরদাতা: ডাঃ১২। আচ্ছা।

প্রশ্নর্কতা: ডাঃ১২ এর পড়াশুনা কি ? এটা কি জানেন ?

উত্তরদাতা: পড়াশুনা মনে হয় একটু বেটার না। তই আপনার ঐ যেমন আপনি একটা ডাক্তার। ছয় মাস, এক বছর কমপাউন্ডার হিসাবে রইলাম; এই ঔষধের নাম টাম জানলাম। এই সাত পাঁচ, আমি পরে ডাক্তার হইলাম।

প্রশ্নর্কতা: আজকে কত বছর ধরে ডাক্তারী করতাছে ?

উত্তরদাতা: চলতাছে মোটামোটি ভালই। প্রায় ১৮-২০ বছর ধরে।

প্রশ্নর্কতা: ওরে বাবা অনেক সময় ! তো মোটামুটি বিশাল ডাক্তারের মত অবস্থা হয়ে গেছে।

উত্তরদাতা: নিজ গ্রামের বাজারে এখন যদিও কম্পাউন্ডার ..... থাকে। মোটামুটি ওর কাছ থেকে মানুষ ঔষধ কিনাকাটি করে বেশি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর এখনকার ঔষধ কিনাকাটি কি। ধরেন আপনি ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করলেন। প্রেসক্রিপশনটা দিলাম ঔষধটা দিল। ঔষধ কিনতে কিনতে তো ঔধধের নাম মুখস্ত হয়ে যায়গা।

প্রশ্নর্কতা: ডাঃ১২ যার কথা বলতাছেন উনার বয়স কেমন হবে ?

উত্তরদাতা: ৪০ এর কাছাকাছি।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই যে পরিবারের যে কেউ অসুস্থ হলে সবাই কি উনার কাছে যান ? নাকি অন্য কোন ডাক্তারের কাছে যান ?

উত্তরদাতা: যার যার চয়েন্স। আমি গেলে ওর কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা: আপনার বাবার জন্য ?

উত্তরদাতা: বাবার জন্য মোটামোটি ওর কাছ থেকে বেশি ঔষধ আনা হয়। ডাক্তারা প্রেসক্রিপশন করে। দেখা গেল যে ওর কাছে নাই; আর একজনের কাছ থেকে গেলাম।

প্রশ্নর্কতা: পরামর্শের জন্য, নাকি ঔষধ কিনার জন্য ?

উত্তরদাতা: ঔষধ কিনার জন্য। পরামর্শ ও দিব কেমনে ? ও তো কোন ডিগ্রি ওয়ালা ডাক্তার না।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে পরামর্শের জন্য ডিগ্রি আলা ডাক্তারের কাছে যান ?

উত্তরদাতা হে ।

প্রশ্নর্কতা: এমনে সংসারে যে ছোটখাট অসুখ বিসুখ গুলো হয়; এগুলির জন্য কার কাছে যান ?

উত্তরদাতা: ঐ ডাঃ১২ এর কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা: শুধু আপনার বাবার জন্য তার কাছে যান না ? বাবার যেহেতু শ্বাসকষ্ট।

উত্তরদাতা: বাবার ঔষধগুলোতো মনে করেন যে সবই বড় ডাক্তারের ইয়ে করা লেখা। এই ঔষধ ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঔষধ খাইতে পারবো না। ওগুলাই খাওয়াই। তারপর দেখা গেল একটু ঠান্ডা জ্বর আইল। জ্বর আইলে তিনটা মুখস্ত ঔষধ যে পেনাডল, পেনাডল কোল। এত মুখস্তই।

(১৫ মিনিটি ০৯ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তাইলে বড় ডাক্তার যেগুলা দিছে ওগুলা আর ছোটখাট যদি বাবার বা পরিবারের অন্যান্য অসুখ বিসুখ হয় সে ক্ষেত্রে আপনি তাহলে ডাঃ১২ এর কাছে যান ? একজনের কাছে যান নাকি, আর ও অন্য কোন ডাক্তারের কাছে যান?

উত্তরদাতা: ওর কাছেই যাই। দেখা গেল যে, কালকে গেছি ওর কাছে ঔষধ নাই। আর একজনের কাছ থেকে ঔষধটা নিয়ে আইলাম।

প্রশ্নর্কতা: সে কি মানে ওটা লিখিতভাবে দেয়; নাকি হচ্ছে যে মৌখিকভাবে বলে দেয় বা ঔষধটা দিয়ে দেয় ?

উত্তরদাতা: মৌখিকভাবে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: মৌখিকভাবে দেয়। লিখিত কিছু দেয় না ? যে কোন অসুখ ধরেন বললেন যে, আমার এরকম ঠান্ডা, কাশি, জ্বর বা আমার বাবার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে--

উত্তরদাতা: অসুখের নাম কইলে উনি অনুমান করে ঔষধটা দেয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা: কিভাবে কি করতে হবে আর কিছু বলে ?

উত্তরদাতা: না ঐ যে কয়ে দেয় এটা এমনে, দুই টার্ম বা তিন টার্ম বা এক টার্ম। এটা কয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: এক টার্ম বলতে কি বুঝাছেন ?

উত্তরদাতা: মানে যে কোন এক টাইম। আবার সকাল বিকাল হইলে তাইলে দুই টাইল হইলো না। এই ধরনের কথা কয়ে দেয় আরকি এটা এক টার্ম বা দুই টার্ম খাইবা।

প্রশ্নর্কতা: মানে বুঝায়ে দেয় জিনিষগুলা ?

উত্তরদাতা: হে বুঝায়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে ঔষধ যে আনতে যান বা ডাক্তার দেখানোর জন্য ডাঃ১২ এর কাছে যান, এটা মানে পরিবার থেকে কে যায় ? মানে আপনিই যান; নাকি অন্য কেউ যান ?

উত্তরদাতা: দেখা গেল যে আমি বাড়িতে নাই। এখনতো আমারই যন লাগে। ছেলেতো আর বাড়িতে নাই। ছেলে থাকে ঢাকা। এখনতো আমারই যন লাগে।

প্রশ্নর্কতা: মানে শুধু আপনিই যান ? ছেলে থাকলে ছেলে--

উত্তরদাতা: ছেলে থাকলে ছেলে পাঠাতাম হয়ত যেত।

প্রশ্নর্কতা: এখন ধরেন আপনি কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন -- ভাই সে ক্ষেত্রে কে যায় ?

উত্তরদাতা: আমি কোন সময় যদি ব্যবস্তা থাকি। তো যাওয়ার মত আর আছে কেডা ? ছেলেতো বাড়িতে নাই। ওরা অবশ্যই আমার জন্য ওয়েট করে। আমার ওয়াইফতো আর বাজারে যাইবো না। দেখা গেল যে, এখন দরকার; এখন আমি নাই বাড়িতে। এই যে দুই ঘন্টা পরে আইমু। আইলে এইডা দুই ঘন্টা পরে সমাধান করা লাগে।

প্রশ্নর্কতা: যদি খুব ইমারজেন্সি হয়; আপনার এবসেন্সে আপনি নাই--?

উত্তরদাতা: ইমারজেন্সি হইলে, দেখা গেছে ডাঃ১২ কে ফোন করলে ও আসে বাড়িতে। যা পারে ট্রিটমেন্ট করে যায়।

প্রশ্নর্কতা: আর ঔষধটা ?

উত্তরদাতা: ও নিয়ে আসে।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনি যখন ঔষধ কিনতে যান; তখন আপনার সাথে কেউ যায় ?

উত্তরদাতা: না সাথে আর লোকের দরকার কি।

প্রশ্নর্কতা: হে হে হে আচ্ছা। যদি ধরেন কারো পরিবার থেকে আপনার এবসেন্সে কার ও যেতে হয়, সে ক্ষেত্রে হয়তো সাথে করে যেতে হয় ? এ রকম কেউ কি যায় ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই যে আপনারা যে ডাঃ১২ এর কাছে যান বা এই নিজ বাজারে যান; এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নেন ? কি চিন্তা করে- আপনি ঐ জায়গাতে যান? যে বাঁশতৈল বাজারে আমি এইখানে যাই ?

উত্তরদাতা: এখন ও মনে করেন যে, যদি ও কমপাউন্ডার থেকে ডাক্তার হয়ে থাকে। আমাদের নিজ বাজারে যে বাদবাকি ডাক্তারের ঘরগুলি আছে তার থেকে ও একটু বেশি বুঝে। মোটামুটি বুঝে আরকি। মানে বুঝার মাঝে কম বেশি আছে না। দেখা গেল যে আর যে ডাক্তারগুলি আছে এদের কাছে কোন সার্টিফিকেট নাই বা তাগো কোন ডিগ্রি নাই। এই মানে দেইখে দেইখে ডাক্তার। তার মতে, ঐটাই ভাল।

প্রশ্নর্কতা: তো তাইলে আপনার কাছে মনে হচ্ছে আর ও যে বাজারে এ রকম ডাক্তার আছে; যারা বলতাছেন ঐ রকম কোন ডিগ্রি নাই, কিন্তু তাদের তুলনায় একটু ভাল বুঝে ? এখন বুঝে বলতে কি বুঝাচ্ছেন ?

উত্তরদাতা: বুঝে বলতে কি বুঝাচ্ছি এটা একটা কথা। যেমন-সবইতো কমপাউন্ডার থেকে ডাক্তার। যেমন- ডাঃ১২ সার্ভিসটা অনেকদিন হইছে। সার্ভিস এর উপর মানুষের একটা অভিজ্ঞতা হয়। এই হিসাবে ওরে আমার ভাল লাগে। দেখা গেছে যে, আর একজনের আবার এরে ভাল লাগে না। আর একজন ডাক্তার আছে- ডাঃ১৪এর কাছে যায়। এ রকমতো। যার মনে যারে চায়। এই যে ডাঃ১৪ আমার ভাতিজা। এর এই দোকান আর ডাঃ১২ এই দোকান। ডাঃ১৪

প্রশ্নর্কতা: তো যেটা হচ্ছে যে, ডাঃ১২ কে আপনি অনেক বছর ধরে দেখাচ্ছেন। আপনার ভাল লাগে। আর ও তো এ রকম আছে। এ জন্য তার কাছে রমজান ডাক্তারের কাছে যান। এই যে সিদ্ধান্তটা যে নিলেন, আপনি নিজে নিজে। মানে কিভাবে ডিসিশনটা নিলেন? আমি তো আর ও ডাক্তার আছে; তার কাছে না যায়ে, তাকে ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে?

উত্তরদাতা: কেন ভাল লাগে। তার উপর হিসাব হইল মানে ডাঃ১৪, যদি ও ডাঃ১২ সমান বুঝে। মানে কিছু কিছু ঔষধ আছে গোপনীয় ঔষধ। মানে ভাতিজা ওর কাছে চাওয়া যাইবো না। যেমন ডাঃ১২ আমার বন্ধু। ওরে ভাই কইলে ও চলে, বেয়াই কইলে ও চলে বা বন্ধু কইলে ও চলে। ওর কাছে তো যে কোন সমস্যা বলা যায়। এই হিসাবে ভাল লাগে। পরে এই হিসাবে আনি।

প্রশ্নর্কতা: ঐ জন্য উনার কাছে যান, গোপনীয় কোন সমস্যা বা ট্রিটমেন্ট করার জন্য। এটা একটা হইলো। এ ছাড়া আর কি কোন পয়েন্ট আছে ?

(২০ মিনিটি ০৫ সেকেন্ড)

উত্তরদাতা: আর কি পয়েন্ট। আর পয়েন্টে এর মধ্যে ও যদি ও কমপাউন্ডার থেকে ওর সার্ভিস একটু বেশি এবং দেখা যায় যে, বাজারের মধ্যে মোটামুটি সমাধান ও দিয়া পারে আরকি। আরগুনার চেয়ে ভাল আরকি।

প্রশ্নর্কতা: ঐ জন্য আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি তার কাছে যাওয়ার জন্য ? আচ্ছা। তো তার কাছে গেলে খরচ কেমন হয় তার কাছে গেলে; হালিম ভাই খরচ ?

উত্তরদাতা: খরচ এর মধ্যে কারন ঔষধ গুলোতো মনে করেন যাচাই বাছাই করি না। আমি একপাতা পেনাডল কিনলাম। দশ টাকা নিল। অন্য দোকানে গেলে আট টাকা নেয়ার কথা।

প্রশ্নর্কতা: পেনাডল এটার কিসের ঔষধ ?

উত্তরদাতা প্যারাসিটাল যেটারে বলে। পেনাডল আমরা সিঙ্গাপুরে বলতাম। যেটা বাংলাদেশে প্যারাসিটামল বলে। যদি এইডা ধরেন আমি, এক্সমপল এইডা আরকি- ডাঃ১২ এর কাছ থেকে আনলাম দশ টাকা নিল বা আপনার ফামের্সী লগে আছে, আপনি আট টাকা নিবেন। এইডা আমি যাচাই কোন সময় করি না। ও যা ঔষধের দাম ধরে, ও আমি দিয়া আহি। বেশিও ধরে যদি ও দিয়া আহি। তবে, একটা বিশ্বাস আছে যে, বেশি ধরবো না। এইটুকু বিশ্বাস।

প্রশ্নর্কতা: খরচটা কি মানে আপনাদের যে মাসিক আয় বা তার তুলনায় বেশি, কম নাকি মাঝামাঝি ? কি মনে হয় ?

উত্তরদাতা: এইটা আমার যে আয়, এ হিসাবে খরচটা একটু বেশি। ডাক্তারের যে ঔষধপাতিগুলি কিনা এইডা। তারপরেতো অসুখ বিসুখ হলে ঔষধ কিনা লাগবোই।

প্রশ্নর্কতা: জ্বি। এইটা একটু বেশি।

উত্তরদাতা: বেশি।

প্রশ্নর্কতা: আর উনি যে ভিজিট নেয়, ভিজিট কেমন নেয় ?

উত্তরদাতা: না ভিজিট নেয় না।

প্রশ্নর্কতা: কোন ভিজিট নেয় না ? তাহলে সুবিধাটা কি ডাঃ১২ কাছে গেলে? যেমন-একটা বললেন আপনার গোপনীয় বিষয়গুলি আপনি তার সাথে শেয়ার করতে পারতাছেন, আর একটা যে ভাল লাগে মন থেকে।

উত্তরদাতা: এইটুকুই সুবিধা।

প্রশ্নর্কতা: নতুন কিছু কি আর আছে ?

উত্তরদাতা: নতুন কি আর সুবিধা আর। এইটুকুই। সুবিধা বলতে মনে করেন এখন আমার পকেটে টাকা নাই; ঐ ২০০০ টাকার ঔষধ আনলে ও কইবো না যে ভাই টাকা কই ? পাশে যেমন আর এক ডাক্তারের কাছে গেছে কইবো যে, ভাই বাকীতো বেচি না। এ রকম কিছু সুযোগ সুবিধা আছে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। একটা বাকিতে পান। টাকা এখন নাই। পরে দিব। এটা একটা সুবিধা্। হা এটা একটা বিশাল সুবিধাতো। কারন ঔষধতো আপনার এই মুহুতে দরকার।

উত্তরদাতা: যেমন কালকে ঔষধের জন্য গেছি, বাবার ঔষধ আনলাম। আমার জন্য কিছু আনলাম। গেছিলাম এক জায়গায় ওখান থেকে আসার সময় ঔষধ আনার জন্য টাকা সট আছে ২০০ টাকা। লাগলো বললাম এই এই্ ঔষধ দেয়। দিল। দাম হল ৭০০। আছে টাকা ২০০। তো ২০০ রাখ আর টাকা ৫০০ কাল নিস। এইটুকুই। আর কিছু না।

প্রশ্নর্কতা: তো এইটা বিশাল জিনিষতো। ঐ মুহুতে আপনি আসার পরে ঔষধটা নিয়ে একবারে চলে আসলেন।

উত্তরদাতা: আর আমার আবার দেখা গেল যে বাড়ি থেকে উল্টা যাওয়া লাগে। যাওয়া লাগলো না। তো আজকে আবার যাব। যায়ে দিয়া আমু এইটুকুই। আর কিছু না।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধটাতো টাইমলি খাইতে হবে। ঔষধটাতো একদিন অবহেলা করা যাবে না।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: এ ছাড়া আর কি কোন সুবিধা আছে ?

উত্তরদাতা: না। আর কি।

প্রশ্নর্কতা: আর ডাঃ১২ একটা যোগ্যতা বলতেছিলেন যে, সে কম্পাউন্ডা্র ছিল। আর পড়াশুনা বা কোর্স টোর্স সে কিছু করছে?

উত্তরদাতা: পড়াশুনা। মনে হয় এস এস সি পাশ করছে।

প্রশ্নর্কতা: আর ডাক্তারী লাইনে কোন পড়াশুনা ?

উত্তরদাতা: না। ডাক্তারী লাইনে লেখাপড়া করে নাই।

প্রশ্নর্কতা: এমনে কোথাও চাকুরী টাকরী করতো আগে ?

উত্তরদাতা: সঠিক বলতে পারলাম না। আমি একটা ডাক্তারের সাথে ও যে কম্পাউন্ডার হিসাবে তার নাকি আছিল নাকি লং টাইম। বোধ হয় ৫-৭ বছর।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গায় ? এটা কোথায় ?

উত্তরদাতা: এটা পাশের বাজারে। একটা ডাক্তারের সাথে থাকতো।

প্রশ্নর্কতা: মানে পাশ করা ডাক্তার ?

উত্তরদাতা: হালকা পাশ মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: তার সাথে ৫-৭ বছর কাজ করছে ? মানে তার অভিজ্ঞতা এইখান থেকে হইছে বলতেছেন ? মানে ডাঃ১২ থেকে যে ঔষধ আনেন অনেকগুলি সুবিধা বললেন। কোন অসুবিধা বা সমস্যা কি আছে। মানে কোন বাধা বা অসুবিধা কি আছে আপনার মতে ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: একটা বললেন যে অনেক সময় বাকিতে ঔষধ আনা যাচ্ছে বা তার সাথে ফ্রিলি গোপনীয় বিষয়গুলো শেয়ার করতে পারছেন। এমনে একটা পাশ করা ডাক্তারকে দেখানো বা ডাঃ১২ কে দেখানো; এই দুই জনের মধ্যে যদি আমরা চিন্তা করি কোন সমস্যা বা পার্থক্য কিছু আছে ?

উত্তরদাতা: অবশ্যই পার্থক্য একটা। মনে করেন ডিগ্রি আলা একটা ডাক্তারের কাছে, তার সাথে এ সমস্ত ট্রিটমেন্ট করা; আর এর সাথে ট্রিটমেন্ট করা তো বহুত বেশ কম। এত হল কম্পাউন্ডার হেয় যতই বুঝুক, পাশ করা একটা ডাক্তারের সাথে আর এই ডাক্তারের তুলনা হয় নাকি? এইটা আমাদের বাজারে এই ডাক্তারগুলা নাই।

প্রশ্নর্কতা: তো পাশ করা ডাক্তার যে নাই এইটা আপনাদের জন্য একটা সমস্যা না ? এলাকার জন্য বা আপনাদের জন্য।

উত্তরদাতা: সমস্যা।

প্রশ্নর্কতা: কোন ডাক্তার কি বাহির থেকে আসে না ? রাজধানী থেকে বা অন্য কোন জায়গা থেকে ?

উত্তরদাতা: রাজধানী থেকে এখানে একটা ক্লিনিক আছে। একটা ক্লিনিক আছে। মনে করেন এক্সামপল আমি আজকে গেলাম; আজকে এদের ভিজিট বুঝিট বক্কর চক্কর, মানে এরা যে একটা এমান্ড করে অতিরিক্ত কইরা ফেলে দ্বিতীয়বার এখানে আর কেউ যায় না। এই একটা ডাক্তারই আছে মনে করেন বড় ডিগ্রী করা। বড় ডিগ্রী বলতে কি সার্টিফিকেট আলা। এসবিবিএস।

(২৫ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: এসবিবিএস। উনি কি এলাকার ? নাকি বাহির থেকে আসে ?

উত্তরদাতা: উনি থাকে এখানে কনটিনিউ। যেমন আপনার টাকা দিয়া আপনি ক্লিনিক করছেন। ডাক্তার আপনি বেতন দিয়া রাখছেন। একবারই যে যায়; দ্বিতীয়বার আর যায় না। এমনি এই ডাক্তারই আছে। তা ছাড়া এমনে আর কোন সার্টিফিকেট আলা ডাক্তার এসবিবিএস নাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই জন্য আপনারা রমজান ডাক্তার বা এ জাতীয় যারা আছে উনাদের কাছে যান ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ লোকই কি বাজারেই যায়; নাকি তারা দূরে যায় ?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ মানুষই বাজার থেকেই কিনে ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: বাজার থেকেই। যারা এ ধরনের ডাক্তার আছে ডাঃ১২ এর মত ?

উত্তরদাতা: ডাঃ১২ এর মত ৪-৫টা ডাক্তার আছে।

প্রশ্নর্কতা: ভাই আমি এখন যেই বিষয়টি জানতে চাচ্ছিলাম-মানুষের জন্য ঔষধ সম্পর্কিত কিছু জিনিষ বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক নিয়ে। ধরেন কোন ঔষধের দরকার হলে আপনে তো বললেন কোথায় যান। আপনি তো বললেন আপনি এইখানে যান নিজ বাজারে ডাঃ১২ এর কাছে। মানে এই সিদ্ধান্তটা আপনি নেন, আপনার ছেলে নেন এবং আপনার এবসেন্সে যদি আপনি না থাকেন বা ছেলে না থাকেন; সে ক্ষেত্রে ডিসিশনটা কে নেন ?

উত্তরদাতা: ডিসিশনটা, ফোন দিয়ে ওরে আনা লাগে।

প্রশ্নর্কতা: মানে সিদ্ধান্তটা। পরিবারের সাইড থেকে।

উত্তরদাতা: সিদ্ধান্তটা। দেখা গেল যে আমার ভাই আছে বাড়িতে। ভাই ফোন করলো-একটু বাড়িতে আয়, ভাই বউ এর একটু সমস্যা। না একটু প্রেসারে চাপ দেয়। ঐ আইসা একটু ট্রিটমেন্ট কইর‍্যা গেলে বেস্।

প্রশ্নর্কতা: মানে সিদ্ধান্তটা কি আপনার সাথে কথা বলে নেয়-যে ভাই ভাবীতো এ রকম অসুস্থ বা পরিবারে তোমার এ রকম অসুস্থ ?

উত্তরদাতা: হে অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা: সিদ্ধান্তটা কি আপনিই জানান ? ফাইনাল সিদ্ধান্ত ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: আপনার ছেলে বা স্ত্রী কি জানায় এ বিষয়ে ?

উত্তরদাতা: না আমার ছেলেতো বাড়িতে থাকলে তো আর আমার দরকার হয় না। আর যখন ছেলে বাড়িতে না থাকলে, আর আমি ও বাড়িতে না। তয় ফোন করলো যে আমার ভাই, ভাবীর একটু সমস্যা হইছে- একটু তুই আয়। তখন ফোন করলো ভাবীর বলে একটু সমস্যা তয় কি? তখন বলি একটু দেইখ্যা আয় গা যায়া। প্রেসার টেসার মাইপা ঔষধ টুস দিয়া যায়। সমাধান হইয়া যায় গা।

প্রশ্নর্কতা: আর দোকানে তো আপনিই যান বললেন ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: আপনি যদি না থাকেন সেক্ষেত্রে ফোনে যোগাযোগ করলে রমজান ডাক্তার ও মাঝে মধ্যে আসে ? এ ছাড়া আর কেউ কি দোকানে যায় ?

উত্তরদাতা: আর কেডা যাইবো ?

প্রশ্নর্কতা: তো যে বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছিলাম-পরিবারের সর্বশেষ কে গেছিল ? মানে আপনে গেছিলেন; নাকি অন্য কেউ ? যেমন-গতকাল বলছিলেন আপনে গেছেন। আজকের মধ্যেতো আর যাওয়া হয়নি ?

উত্তরদাতা: না, আজকে আর যাব না। আজকে তো কোন সমস্যা---

প্রশ্নর্কতা: কালকে যে গেছিলেন- মানে কার সমস্যা ছিল ? আপনার বাবার না অন্য কার ও ?

উত্তরদাতা: বাবার প্রেসক্রিপশনের একটা ঔষধের জন্য গেছিলাম। আর আমার একটু ব্যথার জন্য ২টা ৩টা টেবলেট নিয়ে আসছি।

প্রশ্নর্কতা: আপনার বাবার কোন সমস্যাটা জন্য ? ঐ যে পিত্তথলির পাথর যেটা বললেন ঐটা?

উত্তরদাতা: না। উনার ঐ যে এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা: মানে এটা কিসের শ্বাসকষ্ট; নাকি--?

উত্তরদাতা: শরীর দূর্বল হওয়ার জন্য একটা এন্টিবায়োটিক লেখছিল ওইটা।

প্রশ্নর্কতা: এটা কিসের বা কি এন্টিবায়োটিক দিছে এটা ?

উত্তরদাতা: এটা জানি কি এন্টিবায়োটিক দিল জ্বি না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আমি শেষ করে এক ফাকে উঠে দেখবো। মানে এই যে ডাঃ১২ এর দোকানে যে যান; ডাঃ১২ সাহেবের দোকানে যান। ওখানে কি ধরনের ঔষধ আছে ? মানে কি কি ধরনের ঔষধ আছে ?

উত্তরদাতা: আমি সঠিক বলতে পারলাম না ভাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে সাধারন ঔষধ, এন্টিবায়োটিক--।

উত্তরদাতা: ঔষধ কি কি আছে আমি কিভাবে--। মানে আমার যেটা দরকার আমি চাই এবং পাই।

প্রশ্নর্কতা: না, না। সেটা বুঝছি হ.... ভাই। মানে একটা জিনিষ হয় না যে, নরমাল ঔষধ আছে, কিছু এন্টিবায়োটিক আছে বা গবাদী পশু পাখির ঔষধ আছে।

উত্তরদাতা: না ও গবাদী পশু পাখির ঔষধ কোন ঔষধ বিক্রি করে না। গবাদী পশুর ডাক্তার এই বাজারে আছে। এরা বিক্রি করে। আমরা এই যে ঔষধ খাওয়াই; এগুলা মনে করেন বড় ডাক্তার ঐ যে সাজেশন দেয়। বড় ডাক্তার আমাদের এখানে আসে। যেমন আমাদের কয়েক ডিসটিক্ট এর মধ্যে ওই সবচেয়ে বড়। ওর যদি আসার টাইম না দেয় তো ও আজকের দিনে আর আসতে পারবো না। আমার এখানে একটা গাভী সিরিয়াস। উনি হয়ত বলবো যে, এই ঔষধগুলা ডুকা বা ইনজেকশনের মাইধে দিয়ে বা খাওয়া দিয়া।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন জায়গা থেকে ইয়া করেন এটা ?

উত্তরদাতা: এটা হলো উনি সরকারি ডাঃ৩০

প্রশ্নর্কতা: উনি বসে কোন জায়গায়- ডাঃ৩০ সাহেব ?

উত্তরদাতা: উনি বসে হলো এই যে, বিশ্বরোডের কাছে। সোহাগপাড়া।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি সরকারি পশু হাসপাতাল ওইটা থেকে আসে নাকি ? ও আচ্ছা।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: নাকি হচ্ছে যে ইউনিয়ন পরিষদে একজন আছে ?

উত্তরদাতা: ইউনিয়ন পরিষদে না। উনি বর্তমানে এখন রিটার্ড আছে। তারপরে উনি ট্রিটমেন্ট; আমরা আইলে পরে ট্রিটমেন্ট উনি করে।

প্রশ্নর্কতা: পাশ করা ডাক্তার ? সার্টিফিকেট আছে ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। পাশ করা ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: সরকারি ডাক্তার ? ডিভিএম করা?

উত্তরদাতা: সরকারি ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: ছোটখাট কোন ডিগ্রি না ? বড় ডিগ্রি করা ?

উত্তরদাতা: বড় ডিগ্রি করা।

প্রশ্নর্কতা: সরকারি ডাক্তার। রিটার্ড করা ?

উত্তরদাতা: উনি বিদেশ থেইকা বড় ডিগ্রী করছেন।

প্রশ্নর্কতা: ওরে বাবা বড় ডিগ্রী করা। সরকারি কোন অফিস বললেন এটা।

উত্তরদাতা: পাশের এক ইউনিয়নে। যে বিশ্বরোড যে। বিশ্বরোড .... বাজার বলে। ..... বাজারের মধ্যেখানে পূর্ব পাশ্বে।

প্রশ্নর্কতা: মানে ওটা কি সরকারী অফিস ? পশু কর্মকর্তার অফিস বা পশু হাসপাতাল যেটাকে বলে ? ওইটা?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। সরকারি পশু হাসপাতাল।

প্রশ্নর্কতা: কি নাম বললেন উনার ?

উত্তরদাতা: ডাঃ৩০।

(৩০ মিনিটি ১২ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: ডাক্তার ডাঃ৩০। তো এখন আপনি বলতেছিলেন যে, আপনার বাবার জন্য কিছু এন্টিবায়োটিক যে বড় ডাক্তার দিছে ওইটা আনছিলেন গতকাল। একটু আগে যে বলতেছিলেন, এন্টিবায়োটিক আনছেন গতকাল। তাইলে ডাঃ১২ সাহেবের যে ঔষধের দোকান আছে ডাঃ১২; এখানে ধরেন আমরা নরমাল ঔষধ খাই না। জ্বর হলে আপনারা সিঙ্গাপুরে জানি কি খেতেন?

উত্তরদাতা: পেনাডল।

প্রশ্নর্কতা: আমাদের এখানে প্যারাসিটামল। এ ধরনের নরমাল ঔষধ আছে। এন্টিবায়োটিক কি আছে রমজানের দোকানে ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো অবশ্যই আছে। কালকে চাইলাম। দিল।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে নরমাল ঔষধ বা এন্টিবায়োটিক তার দোকানে আছে আমরা বলতে পারি। আর পশু। গবাদী পশুর কোন ঔষধ কি তার দোকানে আছে ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: হাঁস, মুরগী বা গরু ছাগলের কোন ঔষধ কি তার দোকানে আছে ?

উত্তরদাতা: হাঁস, মুরগী বা গরু ছাগলের কোন ঔষধ মনে হয় ওর দোকানে নাই। এইডা আলাদা দোকানে আছে।

প্রশ্নর্কতা: আলাদা দোকানে আছে। উনার দোকানে তাহলে আপনার জানা মতে নাই ? আচ্ছা। আচ্ছা। তো এখন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে। আমি যদি একটু জানার চেষ্টা করি, আমরা তো প্রায় বলি এন্টিবায়োটিক এন্টিবায়োটিক। এন্টিবায়োটিক আসলে জিনিষটা কি ?

উত্তরদাতা: এটাতো আমি বুঝি না।

প্রশ্নর্কতা: আপনি যতটুকু বুঝেন, মানে এটা আপনার ভাষায় আমাকে একটু বুঝায়ে বলেন।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বলতে এটা আমি বুঝি না ভাই। এন্টিবায়োটিক বলতে এটা আমি বুঝি না, যে এটার কাজ কি ? যেমন ডাক্তারের কাছে গেলে কয় ভিটামিন বা ক্যালসিয়াম খাওয়া লাগবো। তখন ক্যালসিয়ামের কাজ কি এটাতো একমাত্র ডাক্তারই বুঝে। এন্টিবায়োটিকের কাজ কি? এটাও আমি বুঝি না। এখন ডাক্তারে লেখে বিশ্বাসের উপর খাই। বাবারে খাওয়াই বা যার জন্য লেখে হেরে খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন আমরা যদি বলি (নাম) ভাই, স্ট্রং ঔষধ বা পাওয়ারের ঔষধ যদি আমরা বলি। একটাকে যদি আমরা সাধারন ঔষধ ধরি। যেমন-আপনি পেনাডল সিঙ্গাপুরে যেটা বললেন; আমাদের দেশে যেটা প্যারাসিটামল বা নাপা জ্বরের ঔষধ। একটু আমরা যদি বলি এটা যদি সাধারন ঔষধ হয়। এর চেয়ে একটু বেশি পাওয়ারফুল ঔষধ যেটাকে আমরা বলতেছি এন্টিবায়োটিক। তা হলে এই যে, পাওয়ারের ঔষধ; এই মেডিসিনটা। মানে আমি এ ধরনের পাওয়ারের ঔষধটা বুঝানোর চেষ্টা করতাছি। ধরেন একজন ডাক্তার যখন দেয় বা আপনাদেরকে দিল আপনার কোন ডায়রিয়া বা জ্বরের জন্য। দিনে ২টা টেবলেট দিল ধরেন ৫-৭ দিন খাইতে হবে। মানে এ ধরনের কোন ঔষধ কি আপনাদেরকে দিছে কিনা? আপনি জানেন কিনা ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: যেমন আমার কাছে এ ধরনের একটা ঔষধ আছে। আমি আপনাকে দেখাই। আপনি বুঝতে পারবেন বিষয়টা। যেমন ধরেন লাল কতগুলি টেবলেট। এই যে, এটা হচ্ছে নাপা এক্সটা এবং এইটা হচেছ ফাইক্সসিলিন। এটা এমক্সসিলিন গ্রুপের একটা ঔষধ। এ ধরনের ঔষধ কি আপনার খান ? খাইছেন এ ধরনের ঔষধ ?

উত্তরদাতা: এ ধরনের ঔষধ মনে করেন ডাক্তাররা যেইটা লেখে হেইটাই খন লাগে।

প্রশ্নর্কতা: এইটা (ফাইক্সসিলিন) ধরেন আমরা যদি বলি এন্টিবায়োটিক এবং এইটা (নাপা এক্সটা) ধরেন আমরা যদি বলি সাধারন ঔসধ ? তা হলে আপনি এন্টিবায়োটিক বলতে কি বুঝেন ? যেমন-আমি একটা বললাম এটা একটা পাওয়ারের ঔষধ। তা হলে এন্টিবায়োটিক জিনিষটা কি এবং এটা কি কাজ করে ? যদি একটু খুলে বলেন আমাকে।

উত্তরদাতা: আমি জিনিষটা জানি না।

প্রশ্নর্কতা: ঠিক আছে ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক-ডাক্তারের কাছে গেলে দেখা যায় যে কি হইছে-ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা জমছে। (আসতাছি। কউ যে আইবার লইছে। ধান কাটার লোক লাগাইছি পঁচিশ জন) এন্টিবায়োটিক এর এই বিষয় ডাক্তাররা আমাদের বুঝায়, তোমার বুকে কফ জমছে। এন্টিবায়োটিক খাইলে কফটা নরমাল হবে। যেমন কফটা শুকায়ে গেছেগা । এন্টিবায়োটিক খাইছে কফটা নরমাল হবে। নরমাল হইলে পরে ক্লিয়ার হইয়া যাইবোগা। হেইডায় বুঝায়। তখন হেই বুঝইতো আমাদের বুঝ।

প্রশ্নর্কতা: না যদি একটু খুলে বলেন, মানে ধরেন এন্টিবায়োটিক এন্টিবায়োটিক তো আমরা বলি ? যেমন একটা উধাহরন দিলাম একটা পাওয়ারের ঔষধ। যেমন নিদিষ্ট সময় পরপর ধরেন ৬ ঘন্টা বা ১২ঘন্টা পর পর খাইতে হয়। ধরেন যদি বলা হয় আপনি পাওয়ারের ঔষধ বলতে কি বুঝেন ? পাওয়ারের ঔষধ যেটার পাওয়ার নরমালের চেয়ে একটু বেশি। যেটা খেলে কফটা শুকায়ে আসে বা কফটা নরমাল হয় যে রকম বললেন।

উত্তরদাতা: যেমন ডাক্তাররা একটা সাজেশন দেয় এবং এইটা বুঝ কয়। মনে রাখা লাগে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে এখন যদি এন্টিবায়োটিক কি ? কেউ বলে বা আমরা একটু বুঝার চেষ্টা করি তাহলে বলতে পারবেন খুলে বা বুঝায়ে?

উত্তরদাতা: এটা জানি না। এন্টিবায়োটিক কি জিনিষটা এটা আমি কেমনে বুঝবো? এটাতো মনে করেন, যারা মেডিসিন বিশেষজ্ঞ তারাই শুধু জানে এন্টিবায়োটিক খাইলে কি সমস্যার সমাধান হয়। যেমন আমাদের ডাক্তারের (আনকোয়ালিফাইড) কাছে গেলে এন্টিবায়োটিক খাওয়া লাগবো। তোমাদের ভিতর কফটা শুকাইছে। এন্টিবায়োটিক খাইলে কফটা নরমাল হইবো এবং বাহির হইয়া যাইবো গা। হেইডা আমাদের বুঝায়, হেই বিশ্বাসে আমরা খাই। এখন এন্টিবায়োটিক এর যে মেইল কাজ কি?

(৩৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: কাজতো পরে আসতেছি। যাষ্ট জিনিষটা বলতে কি বুঝায় ? যেমন ধরেন, আমরা যদি বলি যে, একটা বাড়ি কি? বাড়ি হচ্ছে উপরে চারেদিকে টিন, উপরে চালা ও নিচে একটা ফ্লোর থাকবে। এটা একটা বাড়ি। তাহলে এন্টিবায়োটিক একটা ঔষধ এটা আমরা বুঝতাছি। কিন্ত এন্টিবায়োটিকটা কি ঔষধ? এটা খাইলে কি হয়?

উত্তরদাতা: এইডা আমি ভাই বুঝায়ে পারুম না। আমি জানি না।

প্রশ্নর্কতা: হে হে হে। আচ্ছা। আচ্ছা। না। সুন্দর বলছেন। যেমন একটু আগে বলতেছিলেন যে, ধরেন আমার কফ জমছে; সেক্ষেত্রে আমি যদি এন্টিবায়োটিক খাই, তাহলে কফটা শুকায়ে গেল বা কফটা নরমাল হয়ে বের হয়ে গেল। এটা ডাক্তাররা দেয়। এটি একটা উধাহরন বা উত্তর হতে পারে। আর একটু যদি জানার চেষ্টা করি, কেন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় ? একটাতো বললেন কফ শুকায়ে যায় বা অসুখ হলে ভাল হয়ে যায়। এ ছাড়া আর কি জন্য ব্যবহার করা হয় এন্টিবায়োটিকটা --- ভাই ?

উত্তরদাতা: কিছু কিছু ডাক্তাররা যেমন লেখে যে, যেমন আমার হাত কাটলো এটার একটা এন্টিবায়োটিক দেয়। এই এন্টিবায়োটিকটা খাইলে ঘাওটা তাড়াতাড়ি শুকাবো। এ ধরনের কি আছে ?

প্রশ্নর্কতা: আমি ভাল জানি না। আমি ও ডাক্তার না।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকতো আর সবতো এক গ্রুপ না। কিছু আছে কফটা নরমাল করলো, বাহির হইলো। এইটা ডাক্তাররা কিন্ত কয়। আর একটা আছে কাটছে একখানে বা ঘা হইছে। কয় এন্টিবায়োটিক খাইলে তাড়াতাড়ি ঘা শুকাইয়া যাইবো। এই ধরনের কয় কিনা ?

প্রশ্নর্কতা: হ্যাঁ বলে হয়তো।

উত্তরদাতা: এই বিশ্বাসে খাওন লাগে।

প্রশ্নর্কতা: তার মানে এটা ঘা শুকাতে সাহায্য করে, কোন কফ জমলে বাহির হয়ে যেতে সহায়তা করে। আর কোন কাজ কি করে?

উত্তরদাতা: জানি না।

প্রশ্নর্কতা: মানে কোন ধরনের অসুস্থতার জন্য এন্টিবায়োটিক বেশি ব্যবহার করা হয় ? যেমন-একটা বললেন কাটলে বা কফ জমলে ব্যবহার করা হয় ? জ্বর বা অন্য কোন কিছুর জন্য কি ব্যবহার করা হয় ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে একটা ধারনা আরকি। আপনি যেহেতু পরিবারের জন্য ঔষধ কিনেন।

উত্তরদাতা: এইতো যেইটুকু ডাক্তাররা কয়। না এইগুলা ধরেন, এত বেশি বিশ্লেষন করিও নাই এবং করার সময় ও নাই বা কিনি ও নাই। বা যখন যেটা হইছে হেইটা কিনছি। এইটুকা।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনার বাবা যে, অসুস্থ শ্বাসকষ্টে ভুগতেছে। আপনার বাবার জন্য তো বললেন গতকাল ঔষধ কিনছেন ? তা হলে শ্বাসকষ্টের জন্য কি এন্টিবায়োটিক দেয় ডাক্তারা ?

উত্তরদাতা: না শ্বাসকষ্ট না। ওটা নাকি এন্টিবায়োটিকটা, এন্টিবায়োটিক দিল, নাকি ভিটামিনই দিল ?

প্রশ্নর্কতা: ওটা কি শ্বাসকষ্ট নাকি পিত্তথলির পাথরের জন্য ?

উত্তরদাতা: না ওটা শ্বাসকষ্টের জন্য না। পাথরের জন্য ও না। পাথরের জন্য বর্তমানে কোন ঔষধ খাওয়ায় না। এখন নরমাল আছে নিরিবিলি আছে।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে কফ জমলে এই যে, এন্টিবায়োটিক ঔষধটা খায়। এটা কিভাবে কাজ করে বলতে পারবেন একটু ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে কোন আইডিয়া ? এটা শরীরে ডোকার পর একটা কাজ করে সাধারনত। কারন ঔষধ কাজ না করলে মানুষ সুস্থ হত না। তাহলে এটা একটু বুঝায়ে বলতে পাররেন হালিম ভাই ?

উত্তরদাতা: এইটা আমি বলতে পারুম না।

প্রশ্নর্কতা: মানে যতটুক বুঝেন আরকি ?

উত্তরদাতা: এইটা মনে করেন ডাক্তাররা বলতে পারবো।

প্রশ্নর্কতা: না। তারপর ও সাধারন মানুষের একটা ধারনা আছে না ? আমি ডাক্তার না। ধরেন, আমি একটা ঔষধ খাইলাম। খাওয়ার পর ধরেন আমার এই লক্ষনগুলি ছিল বা আমার এই এই গুলি ছিল; এখন আমি একটু ভাল ফিল করতেছি বা শরীরের মধ্যে ঔষধটা ডুকে কিভাবে কি করতাছে?

উত্তরদাতা: যদি মনে করেন এর ভিতরে কফ যদি শক্ত হয় বা শুকায়ে যায় যদি। এন্টিবায়োটিক খাইলে যদি কফটা নরমাল হয়, আপনেই বেশি বুঝবেন যে, আগে যে কফটা বাজছে, নিশ্বাস টানতে কফটা বাজছে, এখন ক্লিয়ার। নিজেই বুঝা যায়।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে বুঝতেছি যে, আমার এন্টিবায়োটিকটা, ঔষধটা কাজ করতাছে। এটা শরীরের মধ্যে গিয়ে কাকে মারে ? একটা মানুষের শরীরে যে অসুখ হয়; এটা কি থেকে হয় ? কি জন্য হয় ?

উত্তরদাতা: অসুখতো বিভিন্ন কারনে হয়। রোদের উপর বইয়া রইছি এটা কিন্তু সমস্যা না। রোদ ও কিন্তু এক প্রকার ভিটামিন। আমরা বুঝি না। আমরা বলি যে আমরা এমনে কালা, রোদে থাকলে আর ও কালা হইয়া যামু গা।

প্রশ্নর্কতা: হা হা হা।

উত্তরদাতা: সিঙ্গাপুরে দেখছি আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইডেন এরা সাগরের পাড়ে কাপড় চোপর সব খুইলা জাংগা পইরা বালির মধ্যে শুইয়া রইছে। আমরা কই তো এ রকম করস কা। ওরা কয় ভিটামিন এটা। আমরাতো রোদে গেলে কাপড় চোপড় দিয়ে আর ও ডাইকা ডুইকা যাই। এমনই কালা মানুষ। আর ও কালা হয়ে যায় নাকি। হেরা রোদরে কয় ভিটামিন।

প্রশ্নর্কতা: যেমন একটু আগেই আমি আপনাকে বলতেছিলাম রোদে আছেন, আর কাছে ছায়াতে আসেন। তাইলে --- ভাই যেটা বলতেছিলেন, এন্টিবায়োটিক আমাদের শরীরে যে অসুখটা হয়। যেমন-রোদ থেকে অসুখ হয় না। রোদতো ভিটামিন। তাইলে কোন জীবানু বা কি কারনে ---

উত্তরদাতা: মানুষের শরীরে আমরা ধরেন যে, বিজ্ঞান ও না বা কোন কিছু না। ঐ যে লেখাপড়ার মধ্যে যারা সাইন্স নিয়ে পড়ে তাদের মাথা ভাল। তারপরে তো আস্তে আস্তে নরমাল আহে। তো আমাদের মাথা ধরেন এত ভাল না। তবে, সাধারন জ্ঞান থেকে একটা বিষয় অনুমান করা যায়; আমরা যে অসুস্থ হয়, অসুস্থ হওয়ার একমাত্র কারন হলো- এখন পানির পিপাসা লাগলো খাইলেন না। এটা কিন্তু অসুখের সৃষ্টির একটা অংশ। ১২টার সময় ভাত খাইবেন; খাইলেন না। এখন আপনার হাটার দরকার হলো পাঁচ কিলোমিটার, আপনি হাটলেন ১০ কিলোমিটার। বিভিন্ন কারনে তো মানুষ অসুস্থ হয়। মানুষ অসুস্থ হওয়ার পরে তো মানুষকে বিভিন্ন রোগে আক্রমন করে।

(৪০ মিনিট ২৬ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: এই যে রোগগুলি যে হয় হালিম ভাই কি জন্য হয় ? কোন কারনে? এমনি আমরা বলি না জীবানু--

উত্তরদাতা: জীবানু বলতে আমি খানিক বিশ্বাস করি। খানিক বিশ্বাস করি না। কারন হলো, জীবানু বলতে কিছু নাই। জীবানু বলতে বুঝবেন। এখন আপনি ভাত খাইবেন, অবশ্যই হাত ক্লিয়ার করে ধৌন লাগবো।

প্রশ্নর্কতা: আমরা হাত ধোচ্ছি কেন ?

উত্তরদাতা: হাত ধোচ্ছি অপরিস্কার। আগেতো বিভিন্ন হাতে আছে।

প্রশ্নর্কতা: হাতে ওটা কি আছে ? আমি উটাই বলতে চাচ্ছিলাম--

উত্তরদাতা: হাতে মনে করেন, এখন গাভি ধুয়ে এলাম। এখন গোবরের অংশ আছে। এর মধ্যে ধুলা, বালি, মাটি অনেক কিছুই আছে। এই যে চারি চারির ভিতরে যেহেতু গাভি ধুয়ে আসছি। গোবরের অংশ আছে। অনেক কিছুই আছে। হাতটা যদি আমরা পরিস্কার করে না ধুই; খাইবার বসলাম। আমার ভিতরে যাইবো না। এইটাই তো একটা জীবানু। যে কোন একটা অসুখ সৃষ্টি হইবো। এইটাই আমরা বুঝি।

প্রশ্নর্কতা: অসুখ সৃষ্টি হইলো। হইলে আপনি ঔষধ খাইলেন বা এন্টিবায়োটিক খাইলেন ? এন্টিবায়োটিক কি কাজ করতাছে তখন ?

উত্তরদাতা: এইটা আমি যে আমার দোষে অসুস্থ হইলাম, এইটা সামাধান করবো এইটুকুইতো।

প্রশ্নর্কতা: আমার অল্প একটু সময় আর বেশিক্ষন লাগবে না। ধরেন জীবানু বা ময়লাটা আপনার বা আমার পেটে গেল। এন্টিবায়োটিকটা কি সেটাকে ভাল করতাছে ? মানুষ যে সুস্থ হচ্ছে, তার মানে কি ঔষধ কি কাজ করতাছে ?

উত্তরদাতা: অবশ্যই করতাছে।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন জীবানু বা ময়লাটা আপনার বা আমার পেটে গেল। সেই গোবরের ময়লাটা গেল। যাওয়ার পরে ঔষধটা কি করতাছে যায়ে ?

উত্তরদাতা: এখনতো এক ঝামেলায় ফেললেন। এখন এইটার আনসার আমি কিভাবে কমু।

প্রশ্নর্কতা: মানে যতটুক বুঝেন আরকি। যতটুক আপনার অভিজ্ঞতা বা ধারনা ?

উত্তরদাতা: বিভিন্ন খাতিরে তো মানুষ অসুস্থ হচ্ছে। মেডিসিন খাইলে এইডা একটা সমাধান হইলো। এখন

প্রশ্নর্কতা: মানে ধরেন ঔষধ খাইলে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। জীবানু বা ময়লা যেটা পেটের মধ্যে ডুকছে সেটা ভাল হয়ে যাচ্ছে। এটা কি এন্টিবায়োটিক খাইলে ভাল হচ্ছে, না হচ্ছে না।

উত্তরদাতা: মনে করেন জীবানু তো বিভিন্ন রকম পেটে গ্যাস জমলে খায় গ্যাসটিকের ঔষধ। এখন যদি গ্যাস না জমে ব্যথা করে গ্যাসের ঔষধ খেলে হবে না। তাইলে ব্যথার জন্য অন্য কিছু। ব্যথার ঔষধটাই খেতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: হে সেটাই বুঝতে পারছি জিনিষটা। আচ্ছা। আমরা পরে নাইলে আর ও আসবো এই বিষয়টা। তো এখন আমরা যেটা জানতে চাচ্ছিলাম --- ভাই, এই যে ঔষধগুলো আমরা যে এন্টিবায়োটিক ঔষধের কথা বললাম; এগুলা কোন জায়গা থেকে পেয়ে থাকেন। রমজান ডাক্তার এর এখান থেকে আনেন; নাকি অন্য কোন স্থান থেকে আনেন ?

উত্তরদাতা: আমি ডা:১২ এর এখান থেকে আনি বা অন্য কোন ডাক্তার বা মির্জাপুর যাই মির্জাপুর থেকে আনি। তারা লিখলে অন্য দোকান থেকে ও আনি। সবতো আর ডা:১২ কাছ থেকে আনি না।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় কোন জায়গা থেকে আনেন ?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ সময় বাড়িতে কোন ছোটখাট সমস্যা হলে, ডা:১২ এর কাছ থেকে আনি।

প্রশ্নর্কতা: আর বড় ধরনের সমস্যা হলে ?

উত্তরদাতা: বড় ধরনের সমস্যা হলে ঢাকা যায়। যেমন- মা, বাবাকে নিয়া ঢাকা যায়।

প্রশ্নর্কতা: মানে কেন সেখানে যান ?

উত্তরদাতা: কারন এখানেতো পিএইচডি করা ডাক্তার নাই।

প্রশ্নর্কতা: আপনি পিএইচডি বলতে পাশ করা ডাক্তার বুঝাছেন ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, পাশ করা ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক যখন কিনেন---- ভাই, তখন কি আপনাদের প্রেসক্রিপশন লাগে ? ডাক্তার যে বা ব্যবস্থাপত্র যেটা দেন ওটা কি লাগে ?

উত্তরদাতা: অবশ্যই। ডাক্তারে লিখলো একটা, ও দিবো আর একটা। প্রেসক্রিপশন লাগবো না।

প্রশ্নর্কতা: এমনে ডা:১২ কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক দেয় ?

উত্তরদাতা: না প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেয় না তো।

প্রশ্নর্কতা: এমনি যদি কোন অসুখ বিসুখ যায়ে যদি বলেন যে, আমার বাবার বর্তমানে এই সমস্যা হচ্ছে ?

উত্তরদাতা: ও উর ঔষধগুলা মুখস্ত হইয়া গেছে গা যে, আমার বাবা কোনডা খায়।

প্রশ্নর্কতা: মানে এন্টিবায়োটিক ও মুখস্ত তার ?

উত্তরদাতা: হা।

প্রশ্নর্কতা: অথবা নতুন কেউ যদি অসুস্থ হয়? ভাবী, আপনার মেয়ে বা কেউ তখন ? সেকি এন্টিবায়োটিক দেয়; নাকি নরমাল ঔষধ দেয়? এন্টিবায়োটিক দেয় না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন একটা জিনিষ জানতে চাচ্ছিলাম মানে, আপনি কোন নিদিষ্ট ধরনের এন্টিবায়োটিককে অগ্রাধিকার দেন ? যে আমি এই এন্টিবায়োটিকটা খাব বা এটা কিনবো আমি।

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: ডাক্তার যেটা লেখে সেটা; নাকি আপনার একটা পছন্দ আছে ?

উত্তরদাতা: পছন্দ বলতে মনে করেন ঐ যে, আমি কিছুদিন আগে একটা ক্যালসিয়াম। ঐ যে আপনার ১৮০ টাকা। স্কয়ার কোম্পানীর একটা ক্যালসিয়াম আছে যে, ওইটা খাইলাম। কত ৩০ টা টেবলেট। ঐটা খাইলাম। শরীর একটু দুর্বল লাগলো। এটা আমার চয়েস মত খাইলাম।

প্রশ্নর্কতা: এটাতো একটা ক্যালসিয়াম। আমি বলতেছিলাম এন্টিবায়োটিক ? আমি লাল টেবলেট যেটা আপনাকে দেখালাম। কোন এরকম পছন্দ নাই। যেটা ডাক্তার লেখে সেটা খান।

উত্তরদাতা: হা।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি মনে করতে পারেন শেষবার গতকাল আপনার বাবার জন্য বলছিলেন এন্টিবায়োটিক কিনছেন ? কতগুলি কিনেছিলেন ?

(৪৫ মিনিট ০৬ সেকেন্ড)

উত্তরদাতা: সেটা এন্টিবায়োটিক না। ভিটামিন।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে শেষবার যে, এন্টিবায়োটিক কিনেছিলেন এটা কতদিন আগে ?

উত্তরদাতা: না। এন্টিবায়োটিক কিনি নাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে পরিবারের সদস্যদের জন্য কতদিন আগে ধরেন ১৫ দিন আগে, ১০ দিন আগে ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বোধ হয় আনিই নাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে সর্বশেষ যে আইছিলেন কতদিন আগে ?

উত্তরদাতা: আমি দেশে আসার পর মনে হয়ে আনিই নাই।

প্রশ্নর্কতা: এই গত তিনমাসের মধ্যে ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: বর্তমানে আপনার বাসায় কোন এন্টিবায়োটিক আছে ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আমরা একটু পরে না হয় দেখবো । মানে এমনে একটা ধারনা, এন্টিবায়োটিক আপনি কি গবাদি পশুর জন্য এন্টিবায়োটিক আনছেন ?

উত্তরদাতা: গবাদি পশুর জন্য যখন পেট ফাপা হয়, তখন জামুভিট এনে খাওয়াই। তারপর দেখা গেল যে, পাতলা পায়খানা হইলো ঐ সালফাডিন এইচ আছে। প্লেন আছে। যেমন এইচ আছে এটা বরিল গাভীকে খাওয়ানো যায় না। লেনজাটা ওইটা বরিল গাভীকে খাওয়ানো যায়। তই পাতলা পায়খানা হইলে এইগুলা খাওয়াই। তারপর দেখা গেল যে, সমাধান হইলো না। ঐ ডাক্তারের কাছে ফোন করি। বড় ডাক্তারের কাছে। উনি ঐখান থেকে সাজেশন দেয় এইডা এইডা খাওয়ান। উনার সাজেশন মত কিনে এনে খাওয়াই। না পাইলে আমরা মির্জাপুর থেকে আনি। উনি যেটা বলে উনার পরামর্শের উপর আমরা গবাদি পশুগুলা পালি।

প্রশ্নর্কতা: আপনাদের পরিবারের যে সাতজন সদস্য, আপনি দেশে আসছেন তিনমাস। এর মধ্যে কি আর আনছেন এন্টিবায়োটিক ?

উত্তরদাতা: না। কোন এন্টিবায়োটিক আনি নাই।

প্রশ্নর্কতা: কোন এন্টিবায়োটিক আনেন নাই। কিন্তু গবাদি পশুর জন্য এন্টিবায়োটিক আনছিলেন ? মানে সেগুলা কতগুলি ছিল? গরুর জন্য যে আনছিলেন ?

উত্তরদাতা: ঐ দুইবার খাওয়ামু। দুই প্যাকেট এনে চারবার খাওয়াই দিছি গা। ভাল হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: দিন কয়বার করে খাওয়াইছিলেন ?

উত্তরদাতা: টু টাইশস্।

প্রশ্নর্কতা: মানে কোন জায়াগা থেকে কিনছিলেন এটা ? বাঁশতৈল নাকি অন্য কোন জায়াগা থেকে ?

উত্তরদাতা: বাঁশতৈল থেকে।

প্রশ্নর্কতা: মানে সেটা কি প্রেসক্রিপশন লিখে দিছিল নাকি ফোনে ?

উত্তরদাতা: ফোনে।

প্রশ্নর্কতা: কার থেকে ? কোন ডাক্তার এটা ? পাশ করা ?

উত্তরদাতা: এটা হইলো। ডা:২০।

প্রশ্নর্কতা: উনি কোথাকার ডাক্তার ? উনার নামতো আমি শুনি নাই।

উত্তরদাতা: ডা:২০। পশু চিকিৎসা করে।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় বসে ?

উত্তরদাতা: উনি বসে বাজারের ...পার্শ্বে। রোডের ..... পার্শ্বে।

প্রশ্নর্কতা: আমি অবশ্য একটা নাম শুনছি ? ওরা দুই তিন ভাই মনে হয়।

উত্তরদাতা: ওরা চার ভাই। ডা:২০, ডা:১৯। তারপরে---

প্রশ্নর্কতা: ওরা কি পাশ করা ডাক্তার ?

উত্তরদাতা: না। ওরা চার ভাই। চার ভাই ডাক্তারি করে।

প্রশ্নর্কতা: বাড়িতে এসে দিছিল; নাকি আপনি গিয়ে আনছিলেন ?

উত্তরদাতা: ডা:১৯ বীজ টিজ দেয় গাভীরে। আর ডা:২০ যেমন চিকিৎসা টিকিৎসা করে। ওর এক ভাই চিকিৎসা করে। আর একটা মানুষের চিকিৎসা করে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো মানে, এই সেকি প্রেসক্রিপশন লিখে দেয়; নাকি এমনে মুখে দেয় ?

উত্তরদাতা: মুখে।

প্রশ্নর্কতা: লিখে দেয় না কোন কাগজে ?

উত্তরদাতা: না। ঐ যে গেলে কি সমস্যা। সমস্যানুযায়ী ঔষধটা দিয়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে কত টাকা লেগেছিল যখন গেছিলিন ?

উত্তরদাতা: এটা আমার পছন্দ ধরেন ১০ টাকা প্যাকেট হল জামোভিট। ধরেন চার প্যাকেট আনলাম ৪০ টাকা। সালফাডিন হল ২০ টাকা করে।

প্রশ্নর্কতা: দাম কি বেশি গরু ছাগলের ঔষধ; নাকি কম ?

উত্তরদাতা: না ঠিক আছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে ঔষধগুলি ধরেন যে গুলা গরুর জন্য আনছিলেন সেগুলি কি সবগুলি খাওয়াইছেন; নাকি কিছু আছে ?

উত্তরদাতা: খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: আপনি দেশে আসার পর তিন মাসের মধ্যে মানুষের জন্য তো কোন এন্টিবায়োটিক কিনেন নাই ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আপনার পরিবারের সাতজন সদস্যের জন্য এন্টিবায়োটিক কিনেন নাই ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে গরুগুলা এখন কি সুস্থ আছে ?

উত্তরদাতা: সুস্থ ।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন গবাদি পশুকে ঔষধ খাওয়ান; কিছু যদি বাঁচে সেটা কি রাইখা দেন; নাকি যা আনেন সব খাওয়াইয়া ফেলেন ?

উত্তরদাতা: না ও আমি ফালাইয়া দেই। সুস্থ হইয়া গেলে গা, আমরা দ্বিতীয় টাইমে কিছু খাওয়াই না।

প্রশ্নর্কতা: মানে যে কয়টা আনেন ওটার কোর্স কি কমস্পিট করেন ?

উত্তরদাতা: কোর্স বলতে মনে করেন, যেটা প্যাকেট করা আছে; সেটাতো না ভাংলে কোন সমস্যা হয় না। ডেট দেইখ্যা আমরা খাওয়াই। ডেট ওভার হইলে আমরা ফালাইয়্যা দেই। আর সিরাপ টিরাপ আনি, দেখা গেল অর্ধেক খাওয়াইলাম। সুস্থ হয়ে গেল। আর বাকিটুক ফালাইয়া দেই।

প্রশ্নর্কতা: ফালাইয়া দেই ? রাখেনই না? আবার সকেন্ড টাইম যে যদি অসুস্থ হয় ?

উত্তরদাতা: সেকেন্ড টাইম আমরা কোন খোলা ঔষধ খাওয়াই না।

প্রশ্নর্কতা: মানে পরিবারের জন্য ধরেন এখন আপনার বাবার যে, শ্বাসকষ্ট আছে বা তার যে ঐ যে পাথর বললেন পিত্তথলিতে, তার জণ্য কোন ঔষধ কি ঘরে আছে বর্তমানে ? খায় ?

উত্তরদাতা: এখন বর্তমানে কোন ঔষধ নাই।

প্রশ্নর্কতা: নাই ? তবু আমি একটু দেখবো; যদি থাকে; তবে ভাই আমি তার একটু ছবি তুলে নিব। আমরা একটু জানার জন্য, গবেষনা কাজের জন্য।

উত্তরদাতা: উনি তো এখন বাড়িতে নাই। তাহলে আপনি একটা কাজ করেন না। রাস্তায় কলেজ রোডে লেখা আছে হাজ্বী শপিং কমপ্লেক্স। এটা আমার ছোট ভাই এর দোকান; আমার বাবার নামের উপর। উনি ওই দোকানেই আছে।

প্রশ্নর্কতা: উনার সাথে প্রয়োজনে কথা বলে নিব প্রয়োজনে।

উত্তরদাতা: ঠিক আছে।

(৫০ মিনিট ০০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: ..ভাই আপনি একটা জিনিষ জানেন জানেন যেটা হচ্ছে, এন্টিবায়োটিকের গায়ে একটা মেয়াদাত্তীর্ণতার তারিখ থাকে। যেটা এক্সপায়ার ডেইট বলি। মানে কতদিন এটা চলবে। বিষয়টা কি আপনি জানেন ? মানে এটা কি যদি একটু খুলে বলেন আমাদের।

উত্তরদাতা: অবশ্যই। এ্টা যদি মনে করেন ডেইট ওভার হয়ে গেল। তো জিনিষটা মনে করেন আপনি খাইলেন সুস্থ হইবেন গা। হইবেন বিপরীত অসুস্থ হইবেন। যেহেতু এটার মধ্যে যে সম্স্ত মাল মেটিরিয়াস দিয়া এটা বানাইছে। ডেইট চলে গেলে তো, ওইটার মেয়াদ শেষ। মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে আমার মনে হয় বিপরীত কিছু হইবো।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আমি এতক্ষন পর্যন্ত যা আলোচনা করছিলাম ওখানে ছিল মানুষের এন্টিবায়োটিক খাওয়া এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে এবং শেষের দিকে গবাদি পশুর কিছু তথ্য ও ছিল। তো আমি আর ও কিছু বিষয় একটু জানতে চাচ্ছিলাম ? হালিম ভাই

আপনার যে গরুগুলা। তো আপনার যখন কোন গরু অসুস্থ হয়, আর ছাগল তো পালেন না। ১৬টা গরু। তো যখন গরু অসুস্থ হয়? তখন কি আপনি বুঝতে পারেন এই যে কোন প্রানী অসুস্থ বা গরু অসুস্থ ?

উত্তরদাতা: অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা: বা ঔষধ লাগবে কিনা এই সিদ্ধান্তটা কে নেন ?

উত্তরদাতা: আমিই।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি ধরনের ঔষধ আপনি তাদেরকে খাওয়ান ?

উত্তরদাতা: এটা মনে করেন, ধরেন খাবার দিলাম তাদেরকে তারা খায় না। বা পেটটা টোকা দিলে বুঝা যায় যে, পেটটা ফাপা ধরছে। পেটটা ফাপা ধরছে জামুভিট আইনা ২ টা গুইলা, ৩টা গুইলা খাওয়াই দিলাম। ঠিক হইলো। আবার কোন সময় দেখা যায় যে, খাওয়ার কম বেশির কারনে পাতলা পায়খানা হয়। পাতলা পায়খানা হইরৈ সালফাডিন আইনা খাওয়াইলে ঠিক হইয়া যায় গা। এগুলা কোন সময় দুধের হাপারে চাপ আসে। এটা কোন সময় চাপ আসে বেশি দুধের গাভী যারা। পরে আমরা মনে করেন হাপারে আমরা বরফ টরপ দিয়া চাপ দেই। ২ ঘন্টা ছেক দিলে এটা ঠিক হয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে কোথায় ? পেটে ?

উত্তরদাতা: না। হাপারে। ওলানে।

প্রশ্নর্কতা: ওলান বলতে কোন জায়গাটা ?

উত্তরদাতা: ওলান বলতে এটা মনে করেন শক্ত হয়। দুধের চাপ আসে। এটা আমরা বরফ দিয়া মনে করেন এক দুই ঘন্টা চাপ দিলে সাইরা যায় গা।

প্রশ্নর্কতা: পরে ঔষধ কি দেন ?

উত্তরদাতা: কোন ঔষধ না। শুধু বরফ দিলে সাইরা যায় গা।

প্রশ্নর্কতা: আর এমনি এন্টিবায়োটিক জাতীয় ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক জাতীয় আমরা কিছু খাওয়াই না। এইটা মনে করেন যে, বছরের মাথায় মাথায় আমরা ক্যালসিয়াম দেই।

প্রশ্নর্কতা: এমনি যদি অসুখ হয় ? বা কঠিন একটা অসুখ হলো যে ভাল হচ্ছে না। ডাক্তার দেখালেন বা পাশ করা ডাক্তারের সাথে ফোনে কথা বললেন, তখন তারা কোন ঔষধ দেয় না এন্টিবায়োটিক ?

উত্তরদাতা: ঔষধ দেয়। মনে করেন যে গরুর যে ক্যালসিয়াম আছে বা নরমাল ক্যালসিয়াম। উনি সামনে আসলে চিনে যে, এটার এই ক্যালসিয়ামের অভাব আছে। এই ক্যালসিয়ামের অভাব আছে।

প্রশ্নর্কতা: এটাতো তার গ্রোথ বা ভালোর জন্য ? আমি অবশ্যই ডাক্তার না। ভাল বুঝি না। এমনি বলতেছি। মানে কোন একটা কঠিন রোগ হল গরু খাচ্ছে না বা তার এমন একটা রোগ হল---। মানে গত তিন চার মাসের মধ্যে এন্টিবায়োটিক বা পাওয়ারফুল ঔষধ খাওয়াতে হইছে কোন গরুকে ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। একটাকে খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: কি খাওয়াইছিলেন ওটা ?

উত্তরদাতা: ওটা ডা:৩০ জানে। গরু অসুস্থ হইলো। পরে এই ডাক্তার দেখালাম। এই ডাক্তার সাহস পেলো না। পরে ডা:৩০ চিকিৎসা করলো। গাই তিন চার ঘন্টাই ভাল।

প্রশ্নর্কতা: উনি কি ঔষধ দিছিল একটু কি খেয়াল করতে পারবেন ?

উত্তরদাতা: না। না। উনার সবগুলি ঔষধ বাহিরের ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: এটি কি পাওয়ারের বা এন্টিবায়োটিক ঔষধ ছিল, নাকি এমনি ?

উত্তরদাতা: মনে হয়। উনি ঔষধগুলি আমাদের দেখাই না। আমরা জাষ্ট টাকা দেই। উনি চিকিৎসা করে। তার চিকিৎসায় আমরা ভাল হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে ডাক্তারকে ফোন দিলে উনি এসে চিকিৎসা দেয় ? মানে ডা:৩০ সাহেব কি কোন কাগজে কি লিখে দেয় ?

উত্তরদাতা: না। লিখে দেয় যদি উনার কাছে ঐ ঔষধগুলি না থাকে তাহলে এ গুলা কিনে পরে খাওয়াইয়া দিস।

প্রশ্নর্কতা: মানে খরচ হইছিল কেমন ? উনাকে টাকা দিতে হইছিল কত ?

উত্তরদাতা: হাজার চারেক টাকা।

প্রশ্নর্কতা: ওরে বাবা অনেক টাকাতো ! ঔষধের দাম; নাকি তার ভিজিট এটা ?

উত্তরদাতা: দুইটা মিলে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: ভিজিট কত তার ?

উত্তরদাতা: ভিজিট কত ৪০০/৫০০ টাকা দন লাগে।

প্রশ্নর্কতা: গাড়ি ভাড়া কি দেয়া লাগে ? নাকি শুধু ভিজিট ?

উত্তরদাতা: ভিজিট বলতে কি; ধরেন উনি আসলে চিকিৎসা না করলে ও ১০০০ টাকা দন লাগে।

প্রশ্নর্কতা: রে বাবা অনেক টাকাতো ! গরুর ডাক্তারতো অনেক টাকা ? আমার হয়ে গেছে। তারপরে হচ্ছে যে, ঔষধগুলি কি আপনি তাকে যেভাবে বলছিলেন যেভাবে খাওয়াইছিলেন ? দিনে কয়টা ছিল ?

উত্তরদাতা: দিনে মনে হয় দুই্টাইম খাওয়াইতে বলছিল। দুই টাইম খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: কয়দিন খাওয়াইছিলেন ?

উত্তরদাতা: চারদিন।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনার গরু ভাল হয়ে গেছিল ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। ভাল হইছিল ইনসাল্লাহ্।

প্রশ্নর্কতা: মানে এগুলা কোন কোম্পানীর ঔষধ বা ?

উত্তরদাতা: এইডা আমি সঠিক কইয়ার পারুম না। উনার ইনজেকশন বা যা করে খালি বলে বাহিরের ঔষধ। তো উনার চিকিৎসা ভালই। এটা আমাগো বিশ্বাস। টাকা দুইটা বেশি গেলে ও আমাদের তৃপ্তি আসে।

(৫৫ মিনিট ১০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: মানে উনি ঔষধের নাম গুলা মুখে বলে না ?

উত্তরদাতা: মুখে এমনে যেগুলা নাই। ওইগুলা লেইখ্যা দেয় যে, এইগুলা খাওয়াইছ। এগুলা খাওয়াইলাম তিন চার দিন। আমার গাই সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। এখন যেটা বলতেছিলাম --- ভাই, আপনার যখন এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হইছিল তখন এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর পর কোন সমস্যা হইছিল ?

উত্তরদাতা: না। গরু সুস্থ হয়ে গেছিল গা।

প্রশ্নর্কতা: কয়দিন লাগছিল সুস্থ হতে ?

উত্তরদাতা: এই সপ্তাহখানিক।

প্রশ্নর্কতা: মানি এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স সম্পর্কে একটু বলতে চাচ্ছিলাম, মানে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স জিনিষটা কি শুনছেন কোন সময় ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: কোথাও কি শুনেন নাই এই জিনিষটা ?

উত্তরদাতা: কোথাও শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স হলে কি ধরনের সমস্যা তৈরী হয় বা কি হয়? এটা কি জানেন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স মানে রেজিস্টেন্স এটা কি বুঝেন ? এন্টিবায়োটিকতো একটু আগে বললাম পাওয়ারের ঔষধ। কিন্তু এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স হয়ে যায় এটা আমর বলি। এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এই সম্পর্কে আমরা অনেক শুনছি আসলে। এ সম্পর্কে কোন আইডিয়া ?

উত্তরদাতা: না এ সমন্ধে আমার কোন আইডিয়া আসলেই নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। ---- ভাই আজকে তো আমরা কথা বললাম। তো আপনার বাবা, উনার তো মাঝে মধ্যে শ্বাসকষ্ট হয় ঠান্ডা থেকে আর উনি এই যে, মাঝে মধ্যে অসুস্থ হয়ে যায় বিশেষ করে তার ঠান্ডা হইলে তার শ্বাসকষ্ট হয়। এটা আজকে কত বছর ধরে হচ্ছে ?

উত্তরদাতা: ২০-২৫ বছর।

প্রশ্নর্কতা: এখন কি তার এ রকম শ্বাসের টান আছে ?

উত্তরদাতা: কোন সময় হঠাৎ করে হয়। কনটিউ না।

প্রশ্নর্কতা: বর্তমানে আজকে কি উনি সুস্থ বা অসুস্থ ?

উত্তরদাতা: সুস্থই মনে হয়। মার্কেটে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু শ্বাসকষ্ট কি হালাকা পাতলা আছে আজকে ?

উত্তরদাতা: আছে মনে হয়। উনার সাথে ইনহেলার লগেই রাখে।

প্রশ্নর্কতা: সব সময় থাকে ?

উত্তরদাতা: হা।

প্রশ্নর্কতা: একটা বিষয় হচ্ছে যে, আমরা যে সমস্ত বাড়িতে যাচ্ছি যেখানে বয়স্ক মানুষ বা পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চা আছে, তাদের আমরা আবার ১৪ দিন পরে এসে দেখবো যে, আপনার বাবা যে অসুস্থ ২ সপ্তাহ পরে তার শারীরিক অবস্থা কেমন ? আমাদের আর ১০-১৫ মিনিট এ রকম আলোচনা আছে।

উত্তরদাতা: ১০-১৫ মিনিট না। তখন ২-৪ ঘন্টা এ রকম আলোচনা করলে ও সমস্যা হইবো না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। অসুবিধা নাই। তো আজকে আমাকে অনেক সময় দিলেন। তো আমি আপনার শারীরিক সুস্থতা কামনা করি। আপনারদের পরিবারের সবার সু-স্বাস্থ্য কামনা করি। দোয়া করবেন আমার জন্য। ---- ভাই ভাল থাকেন। আল্লাহ্ হাফেজ। আসসালামুলাইকুম।

উত্তরদাতা: ওয়ালাইকুমুসসালাম।

(৫৭ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড)

----------oooooooooooooooo----------